ভোরের কাগজ

তারিখ APR. 13 2000
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

59

ঢা.বি. ক্যাম্পাসে ছাত্রদল-ছাত্রলীগ গোলাগুলি, একজন গুলিবিদ্ধ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : দীর্ঘদিন পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গতকাল বুধবার ছাত্রলীগ (বা-অ) এবং ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা গুলি বর্ষণ করেছে। দুই দলের সন্ত্রাসীদের গোলাগুলির ঘটনায় ব্যবস্থাপনা বিভাগের ছাত্র মোস্তাফিজ আহত হয়েছে।

গোয়েন্দা পুলিশ পূর্ব ঘোষিত ছাত্রদলের সমাবেশ থেকে সংগঠনের একজন নেতাকে গ্রেপ্তার করলে ঘটনার সূত্রপাত হয়। ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা ক্ষুব্ধ হয়ে কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলি ও বোমা বর্ষণ করে। পরে পুলিশ ও ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা গুলি করে তাদের ক্যাম্পাস থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নিলে মোস্তাফিজ আহত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। উল্লেখ্য, গত ৬ মাস ধরে ক্যাম্পাসে গোলাগুলির ঘটনা ঘটেনি।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে, কক্সবাজারে খালেদা জিয়ার গাড়ির বহরে হামলার প্রতিবাদে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল করে। মিছিল শেষে ডাকসু ভবনের সামনে সমাবেশ করার প্রাক্কালে গোয়েন্দা পুলিশ ছাত্রদল নেতা সুলতান সালাহ উদ্দীন টুকুকে গ্রেপ্তার করে। এতে ছাত্রদল নেতাকর্মীরা ক্ষিপ্ত হয়ে দ্বিতীয় দফা মিছিল করে। তারা কলা ভবনের পিছনে লেকচার থিয়েটারের কাছে এসে কয়েক রাউন্ড গুলি বর্ষণ করে। পুলিশও তাদের তাড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য ২ রাউন্ড রাবার বুলেট ও টিয়ার গ্যাসের সেল ছোড়ে।

● এরপর -পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

ঢা.বি. ক্যাম্পাসে আবার দুপক্ষের গোলাগুলি

● প্রথম পাতার পর

ছাত্রলীগ এ সময় সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের বিচার ত্বরান্বিত করার দাবিতে ও হরতালের প্রতিবাদে মিছিল করছিল। গুলির শব্দ শুনে মিছিল থেকে মহসীন হল ছাত্রলীগের ক্যাডাররা হল শাখার সভাপতির নেতৃত্বে বেরিয়ে আসে এবং গুলি করতে করতে ছাত্রদল কর্মীদের ধাওয়া করে। ছাত্রদল কর্মীরা পুলিশ ও ছাত্রলীগের যৌথ আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হয়ে রেজিস্টার বিল্ডিং ও বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের দিকে পালিয়ে যায়। এ সময় গুলিতে বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের দ্বিতীয় তলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা মোস্তাফিজের বাম হাতে গুলি লাগে। মোস্তাফিজ ব্যবস্থাপনা বিভাগের চতুর্থ বর্ষ ও মহসীন হলের ৪০৩ নম্বর কক্ষের আবাসিক ছাত্র। তাকে তৎক্ষণাত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

পালিয়ে যাওয়ার সময় ছাত্রদল রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের সামনে একটি গাড়ি ভাঙচুর করে। ছাত্রলীগ কর্মীরা ডাকসু ভবনের সামনে ছাত্রদলের ভাড়া করা মাইক ভাঙচুর করে।

এ ঘটনার প্রতিবাদে বাম ধারার ছাত্র সংগঠনগুলো ক্যাম্পাসে মিছিল ও সমাবেশ করেছে। ছাত্রদল ঘটনার প্রতিবাদে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সভায় আগামী সোমবার উপাচার্যের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শাস্তি দিতে একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করেছে। উপ-উপাচার্য শাহাদাত আলীকে প্রধান করে গঠিত কমিটির অপর দুই সদস্য হলেন কলা অনুষদের ডীন অধ্যাপক কাজী শহিদুল্লাহ এবং প্রক্টর অধ্যাপক এ কে এম নূরুন্নবী। কমিটিকে এক সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে।